সংবাদ

তারিখ ... 07 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১১... কলাম ...৫...

# দুপচাঁচিয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিম্নমানের উপকরণ সরবরাহের অভিযোগ

প্রতিনিধি, বগুড়া/দুপচাঁচিয়া সংবাদদাতা

প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 'কুদে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা উপকরণ স্ব স্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের ক্রয় করার কথা থাকলেও বিধি ভঙ্গ করে বেশ কয়েকজন প্রধান শিক্ষকের সহযোগিতায় নিম্নমানের শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করে তা নিজেই ভাড়াকৃত পিকআপ ভ্যানে করে স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়েছেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এমজিএম সারোয়ার হোসেন। অভিযোগ উঠেছে এসব উপকরণ ক্রয় করে তিনি প্রায় ২ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। এ অনিয়মের ঘটনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষক নির্দেশিকা মোতাবেক বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য ২১টি শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করার কথা। এর মধ্যে ১৪-১৫টি বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ক্রয় করেন শিক্ষা কর্মকর্তা। যার বাজার মূল্য এক হাজার ৪০০ টাকা থেকে এক হাজার ৫০০টাকা। কিন্তু এসব উপকরণের জন্য চার হাজার ৭০০টাকার ভাউচার করতে হয়েছে বলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা অভিযোগ করেন। উপজেলার ৮৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য চার লাখ ২০ হাজার টাকা সরকারী বরাদ্দ আসে। উপকরণের টাকা প্রত্যেক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের ব্যাংকের হিসাবে জমা হয়ে তা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ক্রয় করার কথা ছিল।

উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০-১২ জন প্রধান শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, অধিদপ্তরের নির্দেশ মোতাবেক প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করার জন্য প্রধান শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি ও শিক্ষকদের নিয়ে ক্রয় করে থাকেন। এবার প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য পাঁচ হাজার টাকা বরাদ্দ আসে। এর মধ্যে ভ্যাট বাদ দিয়ে চার হাজার ৭৫০ টাকার উপকরণ কিনতে হবে। কিন্তু উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তার অনুসারী আটজন শিক্ষককে নিয়ে নামমাত্র একটি কমিটি গঠন করেন। তিনি ক্রয় কমিটির দুই একজন শিক্ষককে নিয়ে নিজেই নিম্নমানের উপকরণ কিনে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেন। শিক্ষা কর্মকর্তা উপকরণের জন্য বরাদ্দ থেকে এক হাজার টাকা প্রধান শিক্ষকের কাছে রাখতে বলেন। বাকি টাকা উপকরণ কেনা বাবদ জমা নেন।

উপকরণ ক্রয় কমিটির সদস্য মোস্তফাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু জাফর মুঠোফোনে বলেন, আমি সরকারি চাকরি করি। উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে পারবনা।

দুপচাঁচিয়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নূরে আলম ছিদ্দিকী ঘটনার কথা স্বীকার করে বলেন, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সাব ক্লাস্টারের দায়িত্বে থাকা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে উপকরণ পাঠিয়ে দিয়েছেন। উপকরণগুলো কম দামের খুবই নিম্নমানের। এসব উপকরণের খুব বেশি দাম হলে এক হাজার ৩০০ থেকে এক হাজার ৪০০ টাকা হবে। তাঁর পাঠানো উপকরণের বাক্স খুলে নিম্নমানের উপকরণ দেখে তা বাক্সবন্দি করে রেখেছি।

দুপচাঁচিয়া উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এম জি এম সারোয়ার হোসেন তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, দুটি 'মাসিক সমন্বয় সভায় অধিকাংশ প্রধান শিক্ষকদের মতামত নিয়ে একটি কমিটি করে উপকরণ কেনা হয়েছে। নিম্নমানের উপকরণের অভিযোগ থাকলে তা পরিবর্তন করার সুযোগ আছে। উপকরণ কেনা নিশ্চিত করার জন্যেই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।'

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হোসেন আলী মুঠোফোনে বলেন, 'নিয়ম মোতাবেক উপকরণ কেনার টাকা স্ব স্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হবে। প্রধান শিক্ষক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নিয়ে উপকরণগুলো কিনবেন। শিক্ষা কর্মকর্তা যদি এসব উপকরণ ক্রয় করার সঙ্গে জড়িত থাকেন এমন অভিযোগ পেলে তদন্ত করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।'